14-09-2019 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যখন তোমরা নম্বরানুসারে সতোপ্রধান হয়ে উঠবে, তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা বিনাশের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে আর এই পুরানো দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে"

***প্রশ্নঃ -** -- কোন্ পুরুষার্থীদের বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হয় ?*

***উত্তরঃ -** -- সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হলে সর্বপ্রথম বাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাও অর্থাত্ তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সে সমস্ত কিছু বাবাকে অর্পণ কর । বাবাকে নিজের সন্তান বানিয়ে নাও তবেই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী হতে পারবে । ২) সম্পূর্ণ পবিত্র হলে তবেই পুরো উত্তরাধিকারী হতে পারবে । সম্পূর্ণ পবিত্র না হলে সাজা খেয়ে ছোটখাটো পুরস্কার টুকুই শুধু প্রাপ্ত হবে ।*

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের, শুধুমাত্র একজনের স্মরণে বসলেই হবে না । তিনজনের স্মরণে বসতে হবে । যদিও তিনি একজনই কিন্তু তোমরা জান উনি যেমন পিতা, তেমনি শিক্ষক এবং সদ্গুরু। তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছেন, এই নতুন কথা তোমারই বুঝেছ । বাচ্চারা জানে ওরা (লৌকিক) যারা ভক্তি শেখায়, শাস্ত্র শোনায়, তারা সবাই মানুষ । এনাকে তো মানুষ বলা যায় না, তাই না ! ইনি হলেন নিরাকার, নিরাকার আত্মাদের বসে পড়াচ্ছেন । আত্মা শরীর দ্বারা শুনছে । এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত, এখন তোমরা অনন্ত জগতের বাবার স্মরণে বসেছ । অনন্ত জগতের পিতা বলেন -- রুহানী বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে। এখানে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনও প্রশ্নই নেই । তোমরা জান বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তিনি একজন মহান শিক্ষক, উচ্চ থেকেও উচ্চতর, সুতরাং পদও উচ্চই প্রাপ্ত করান । যখন তোমরা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী সতোপ্রধান হয়ে উঠবে, তখনই আবার লড়াই হবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে । স্মরণ অবশ্যই করতে হবে । বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত । শুধু একবারই বাবা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে বোঝান, নব নির্মিত দুনিয়ার জন্য। ছোট বাচ্চারাও বাবাকে স্মরণ করে । তোমরা তো বিচক্ষণ, তোমরা জানে যে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর উচ্চ পদও প্রাপ্ত করতে পারবে । তোমরা এটাও জানো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ নতুন দুনিয়াতে যে পদ প্রাপ্ত করেছে তা শিববাবার কাছ থেকেই পেয়েছে । এই লক্ষ্মী-নারায়ণই আবার ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করে এখন ব্রহ্মা - সরস্বতী হয়েছে । এরাই আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে । এখন পুরুষার্থ করছে । সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান তোমাদের আছে । এখন তোমরা অন্ধ শ্রদ্ধা নিয়ে দেবতাদের সামনে মাথা নত করবে না । দেবতাদের সামনে মাথা নত করে মানুষ নিজেকে পতিত বলে প্রমাণ করে । ওরা বলে তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন, আমি পাপী বিকারী, আমার কোনও গুণ নেই । তোমরা যাদের মহিমা করতে, এখন তোমরা নিজেরাই সেটা হয়ে উঠছ । বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে -- বাবা, এই শাস্ত্র ইত্যাদি কবে থেকে পড়া শুরু হয়েছে ? বাবা বলেন - যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে । এ সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী । তোমরা যখন এখানে এসে বসেছ, সুতরাং সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ হওয়া উচিত। আত্মা এই সংস্কার নিয়ে যাবে (জ্ঞানের)। ভক্তির সংস্কার নিয়ে যাবে না । ভক্তির সংস্কার নিয়ে জন্মানো মানুষ পুরানো দুনিয়াতে মানুষের কাছেই জন্ম নেবে । এরও প্রয়োজন আছে । তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞানের চক্র ঘোরা উচিত । সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করা উচিত । উনিই আমাদের পিতা । বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে । বাবা আমাদের শিক্ষক, সুতরাং ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন বুদ্ধিতে ধারণ হবে আর সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানও বুদ্ধিতে আছে, যার জন্য তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । (স্মরণের যাত্রা চলছে)

ওম্ শান্তি । ভক্তি আর জ্ঞান । বাবাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর । উনি ভক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত । ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে, কবে সম্পূর্ণ হবে, মানুষ এসব কিছুই জানে না । বাবা এসেই বুঝিয়ে বলেন । সত্যযুগে তোমরা দেবী-দেবতা বিশ্বের মালিক ছিলে। ওখানে ভক্তির নাম মাত্র নেই । একটাও মন্দির ছিল না । সব দেবী-দেবতারাই ছিল । পরবর্তী সময়ে যখন অর্ধেক দুনিয়া পুরানো হয়ে যায় অর্থাত্ ২৫০০ বছর সম্পূর্ণ হয়ে যায় অথবা ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গম শুরু হয় তখনই রাবণের প্রবেশাধিকার ঘটে । সঙ্গম তো অবশ্যই প্রয়োজন । ত্রেতা আর আর দ্বাপরের সঙ্গমে রাবণের আবির্ভাব হয় আর তখনই দেবী-দেবতারা বাম মার্গে নামতে থাকে । তোমরা ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ-ই জানে না । বাবাও আসেন কলিযুগের অন্তে আর সত্যযুগ শুরুর সঙ্গমে আর রাবণ আসে ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গমে। ঐ সঙ্গমকে কল্যাণকারী বলা হয় না । তাকে তো অকল্যাণকারী-ই বলা হবে । বাবার নাম-ই হলো কল্যাণকারী । দ্বাপর থেকে অকল্যাণকারী যুগ শুরু হয় । বাবা হলেন চৈতন্য বীজরূপ । ওঁনার সম্পূর্ণ ঝাড়ের নলেজ আছে । ঐ বীজ যদি চৈতন্য

হতো তবে বোঝাত -- আমার থেকে এই ঝাড় কিভাবে নির্গত হয় । কিন্তু জড় হওয়ার কারণে বলতে পারেন না । আমরা বুঝতে পারি বীজ বপন করার আগে গাছ ছোটই বের হয় । তারপর বড় হয়ে ফল দেওয়া শুরু করে । কিন্তু চৈতন্য যিনি, তিনিই সবকিছু বলতে পারেন । দুনিয়াতে দেখো মানুষ আজকাল কত কি করছে । কত কি আবিষ্কার করছে । চাঁদে যাওয়ারও চেষ্টা করছে । এই সব কথাই তোমরা এখন শুনছ । কত লক্ষ মাইল উচ্চতায় চাঁদ, সেখানে চলে যাচ্ছে, পরীক্ষা করে দেখার জন্য চাঁদ বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কি ? সমুদ্রেও চলে যাচ্ছে, পরীক্ষা করছে। কিন্তু অন্ত (শেষ) পাওয়া সম্ভব নয়, শুধু জল আর জল । এরোপ্লেনে চড়ে অনেক উচ্চতায় উঠে যাচ্ছে, তার মধ্যে এতটাই পেট্রোল ঢালা হয় যাতে সে আবার ফিরে আসতে পারে । আকাশ অনন্ত তাই না, সাগরও অনন্ত । যেমন বাবা অনন্ত জ্ঞানের সাগর, আর সেটা হলো জলের অনন্ত সাগর । আকাশ তত্ব অনন্ত, ধরিত্রীও অনন্ত, চলতেই থাকো। সাগরের নীচে ধরিত্রী । পাহাড় কার উপর দাড়িয়ে আছে ? ধরিত্রীর উপর । এই ধরিত্রী খনন করলে পাহাড় বেড়িয়ে আসে, তার নীচ থেকে আবার জলও বেড়িয়ে আসে । সাগরও ধরিত্রীর উপর । সাগরের অন্ত পাওয়া সম্ভব নয় যে কতদূর পর্যন্ত জল আছে, কতদূরে ধরিত্রী আছে ? পরমপিতা পরমাত্মা যিনি অনন্ত অসীম জগতের পিতা, ওঁনার জন্য অনন্ত বলা যাবে না । মানুষ যদিও বলে থাকে ঈশ্বর অনন্ত, মায়াও অনন্ত । কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জান ঈশ্বর কখনোই অনন্ত হতে পারেন না । এই আকাশ অনন্ত, ৫ তত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি তমোপ্রধান হয়ে পড়ে । আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে যায় । তারপর বাবা এসে সতোপ্রধান করে তোলেন । কত ছোট্ট আত্মা, ৮৪ জন্ম ভোগ করে । এই চক্র ক্রমান্বয়ে ঘুরতেই থাকে । এ হলো অনাদি নাটক, এর কোনও শেষ নেই । পরম্পরা থেকে চলে আসছে । কবে থেকে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে বলো, এর অন্তও আছে । এইসব কথাই বোঝাতে হবে-- কবে থেকে নতুন দুনিয়া শুরু হয়, কিভাবে পুরানো হয় । এই ৫ হাজার বছরের চক্র ঘুরতেই থাকে । এখন তোমরা জেনেছ, ওরা তো নানা গল্প জুড়ে দিয়েছে । শাস্ত্রেও লিখেছে সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছরের । মানুষ এসব শুনতে শুনতে একেই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে । তারা এটা জানেই না যে -- ভগবান কবে এসে নিজের পরিচয় দেবেন ? না জানার কারণে বলে থাকে কলিযুগের আয়ু ৪০ হাজার বছর, এখনও বাকি আছে । যতক্ষণ তোমরা না বুঝিয়ে বলবে । এখন তোমরা নিমিত্ত হয়েছ বোঝাবার জন্য যে কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছরের, লক্ষ বছরের নয় ।

ভক্তি মার্গে কতরকম সামগ্রী, পয়সা থাকলেই মানুষ খরচ করে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের কত ধন ঐশ্বর্য দিয়ে যাই । অসীম জগতের পিতা যখন নিশ্চয়ই অনন্ত উত্তরাধিকারই দেবেন । এর দ্বারা সুখও প্রাপ্তি হয়, আয়ুও বৃদ্ধি হয় । বাবা বাচ্চাদের বলেন -- আমার প্রিয় বাচ্চারা, আয়ুষ্মান ভব (দীর্ঘজীবী হও)। ওখানে তোমাদের আয়ু ১৫০ বছরের হয়, কখনও কাল খায় না (অকালে মৃত্যু হয় না) । বাবা বর দেন, তোমাদের দীর্ঘজীবী করে তোলেন । তোমরা অমর হও । ওখানে কখনও অকাল মৃত্যু হয় না । ওখানে তোমরা খুব সুখে থাক তাই বলা হয় সুখধাম । ওখানে আয়ুও বৃদ্ধি হয়, ধন সম্পদও অগাধ থাকে, সবাই খুব সুখে থাকে । কাঙাল থেকে মুকুটধারী হয়ে ওঠো । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- বাবা আসেন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। নিশ্চয়ই ছোট ঝাড় হবে । ওখানে এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক ভাষা । তাকেই বলে বিশ্বে শান্তি বিরাজ করছে । সম্পূর্ণ বিশ্বে আমরাই ভুমিকা পালন করে থাকি । এই দুনিয়া সেটা জানে না। যদি জেনেই থাকে তবে বলুক কবে থেকে আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করে আসছি? এখন তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের বাবা বোঝাচ্ছেন । গীতও আছে না -- বাবার থেকে যা পাওয়া যায়, তা আর কারোর থেকে পাওয়া যায় না । পৃথিবী, আকাশ, সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজধানী তিনি দিয়ে থাকেন । এই লক্ষী-নারায়ণও বিশ্বের মালিক ছিলেন, তারপর যে রাজারা এসেছে তারা ভারতের ছিল । গীতও আছে বাবা যা দিয়ে থাকেন, তা আর কেউ দিতে পারেনি । বাবা এসেই প্রাপ্তি করান । সুতরাং এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত যাতে তোমরা যে কোনও আত্মাকে বোঝাতে পার । এটাই ভালো করে বুঝতে হবে। কে বোঝাতে পারবে ? যে বন্ধনমুক্ত হবে । বাবার কাছে যখন কেউ আসে বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- ক'টি সন্তান আছে ? উত্তরে বলে ৫ টি সন্তান নিজের আর ষষ্ঠ সন্তান শিববাবা, সুতরাং সবচেয়ে বড় সন্তান হবে, তাই না । শিববাবার হয়ে গেলে উনিও নিজের সন্তান বানিয়ে বিশ্বের মালিক করে তোলেন । বাচ্চারা উত্তরাধিকারী হয়ে যায় । এই লক্ষী-নারায়ণও শিববাবার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী । পূর্বজন্মে শিববাবাকে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছিলেন । সুতরাং উত্তরাধিকার তো বাচ্চাদের অবশ্যই পাওয়া উচিত । বাবা বলেন -- আমাকেই উত্তরাধিকারী বানাও, দ্বিতীয় কেউ নয় । বাচ্চারা বলে -- বাবা এই সবকিছুই তোমার, আর যা কিছু তোমার, সবই আমাদের । তুমি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী উত্তরাধিকারী হিসেবে দিয়ে থাক। কেননা আমাদের যা কিছু ছিল সব তোমাকে দিয়েছি (তন,মন,ধন)। ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে, তাইনা । অর্জুনকে যেমন বিনাশের দৃশ্য যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনই চতুর্ভুজও দেখানো হয়েছে । অর্জুন তো অন্য কেউ নয়, ব্রহ্মাবাবার সাক্ষাত্কার হয়েছিল । তিনি দেখেছিলেন, রাজত্ব প্রাপ্তি হচ্ছে, তবে কেন শিববাবাকে উত্তরাধিকারী করব না । তারপর উনিও আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী বানান । এই লেনদেন খুব ভালো । কখনও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি । গুপ্ত ভাবে সবকিছু দান করেছেন । একেই বলে গুপ্ত দান । কেউ জানতেই পারল

না, এর কি হয়েছে। কেউ কেউ ভাবল বৈরাগ্য এসেছে, তাই সন্ন্যাসী হয়ে গেছে । সুতরাং এই বাচ্চারাও বলে -- ৫ সন্তান নিজের, আরেকজন সন্তান আমাদের শিববাবা। ব্রহ্মা বাবাও সবকিছুই বাবার সম্মুখে দান করেছেন, যাতে অনেক আত্মার সেবা হয় । বাবাকে দেখে সবারও একই ইচ্ছে হয় আর তারাও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসে । তখন থেকেই হাঙ্গামা শুরু হয় । ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসার মতো সাহস দেখিয়েছে । শাস্ত্রেও লেখা আছে, ভট্টি তৈরি হয়েছিল। কেননা তাদের একান্তে থাকা প্রয়োজন ছিল । বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে, মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি কেউ-ই যেন স্মরণে না আসে। কেননা আত্মা পতিত হয়ে গেছে, তাকে পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন গৃহস্থ পরিবারে থেকেও পবিত্র হও । পবিত্র থাকাতেই যত বিঘ্ন সৃষ্টি হয় । বলা হয় এই জ্ঞান স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। কেননা একজন যদি পবিত্র হয় আর অপরজন যদি না হয় তবে মারামারি লেগে যায় । অনেকেই মার খেয়েছে, কেননা হঠাত্-ই নতুন কথা বাবা এসে বলেছেন । সবাই অবাক হয়ে গেল, ভাবতে লাগল কি এমন ঘটেছে যে সবাই সেখানে ছুটে ছুটে যাচ্ছে । মানুষের মধ্যে তো বিচক্ষণতা নেই, শুধু বলত- নিশ্চয়ই কোনো শক্তি আছে! এমন তো এর আগে কখনও হয়নি যে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটে চলে যাবে । অবিনাশী ড্রামায় এসবই শিববাবার ঈশ্বরীয় কার্যকলাপ। কেউ তো একেবারে খালি হাতেই চলে গেছে, এও একটা খেলা । ঘরবাড়ি সব ছেড়ে চলে এসেছে, পিছনের আর কিছুই স্মরণে থাকে না । অবশিষ্ট রইলো এই শরীর, যার উপরেই কাজ করতে হবে (কর্মেন্দ্রিয়কে কন্ট্রোলে আনা, সংযমী হওয়া)। আত্মাকে স্মরণের যাত্রা দ্বারাই পবিত্র করে তুলতে হবে, তবেই পবিত্র আত্মারা ফিরে যেতে পারবে । স্বর্গে অপবিত্র আত্মারা ফিরে যেতে পারে না । নিয়ম নেই । মুক্তিধামে যেতে পবিত্রতা প্রয়োজন । পবিত্র থাকার জন্য কতরকম বিঘ্ন আসে । কোনো সৎসঙ্গ ইত্যাদি স্থানে যেতে হলে কোনও রকম বাধা নিষেধ থাকে না । যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। এখানে পবিত্রতার কারণে বিঘ্ন আসে । এটা তো বোঝা গেছে-- পবিত্র হওয়া ছাড়া পরমধাম ঘরে ফেরা যাবে না । ধর্মরাজের সাজা খেতে হবে । তারপর অল্প-স্বল্প পদ প্রাপ্ত হবে । সাজা না খেয়ে গেলে পদও ভালো প্রাপ্তি হবে । এই সবকিছুই বোঝার বিষয় । বাবা বলেন – মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে । এই পুরানো শরীর ছেড়ে পবিত্র আত্মা হতে হবে । তারপর ৫ তত্ব যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে, তখন তোমরাও সতোপ্রধান শরীর ধারণ করতে পারবে । সমস্ত কিছুই উথালপাথাল হয়ে নতুন হয়ে যাবে । যেমন বাবা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে এসে বসেন, তেমনি আত্মাও কোনও কষ্ট ছাড়াই গর্ভ মহলে প্রবেশ করবে । তারপর যখন সময় হবে বাইরে বেড়িয়ে আসবে। ঠিক যেন বিচ্ছুরিত আলোর মতো, কেননা আত্মা পবিত্র । এইসব কিছুই ড্রামায় নির্ধারিত । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আত্মাকে পবিত্র করে তোলার জন্য একান্তে ভাট্টিতে যোগ যুক্ত হতে হবে । এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও মিত্র-সম্বন্ধী যেন স্মরণে না আসে ।

২) বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ করে, বন্ধনমুক্ত হয়ে অন্যদের সার্ভিস করতে হবে । বাবার সাথে প্রকৃত লেনদেন করা উচিত । যেমন বাবা সবকিছু গুপ্ত ভাবে করেছেন, তেমনই গুপ্ত ভাবে দান করতে হবে ।

বরদানঃ- - নিমিত্ত আর নির্মাণ ভাব দ্বারা সেবা করতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ সফলতার প্রতিমূর্তি ভব*

সেবাধারী অর্থাত্ সদা বাবার সমতুল্য নিমিত্ত আর নির্মাণে সমর্থ স্বরূপ হওয়া । নির্মাণ ভাব হল শ্রেষ্ঠ সফলতার সাধন । যেকোনও সেবায় সফলতা পাওয়ার জন্য নম্র ভাব আর নিমিত্ত ভাব ধারণ কর। এর ফলে সেবা করতে সবসময় আনন্দ অনুভব করবে । সেবা করতে কখনও ক্লান্তি আসবে না । যে কোনও সেবাই কর না কেন, এই দুই বিশেষত্ব দ্বারা সেবা করলে সফলতা স্বরূপ হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- - সেকেন্ডে বিদেহী (অশরীরী) হওয়ার অভ্যাস করলে সূর্য বংশে যেতে পারবে ।*